গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.১৪১.১৭-২৮৭

তারিখঃ ০২-০৪-১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৭-০৭-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০ (অংশ-৩)-০৭) তারিখঃ ০৯.০১.১৮খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নের জুন/২০১৮ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৬(ছয়) পাতা।

১৭/৭/২০১৮
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২২
ইমেইল: sas.coordination@moysports.gov.bd

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক -১১।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের জুন/২০১৮ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, সীমানা দেয়াল, কাউশেড, পোল্ট্রিশেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিদ্যুৎ, ভূমি উন্নয়ন কাজ, মাষ্টার ড্রেন, বাগান, কর্মকর্তাদের বাসস্থান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্ণিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেলের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পে ১১টি কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবলের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেতন স্কেল ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই জনবল নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে। ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান ও সীমানা দেয়ালের নির্মাণ কাজ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বাসস্থানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ভূমি উন্নয়ন, ডাক কাম পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মাষ্টার ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তার নির্মাণ কাজ, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। খুব শীঘ্রই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্ণিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেল ভবনের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাজের গড় অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পে ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবল/পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেতন স্কেল ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই জনবল নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে। ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে ১লা জুলাই/২০১৭ থেকে ৩মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া, হাতিবান্ধা, ফুলছড়ি, ডিমলা, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ২য় পর্বের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে শুরু হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২য় পর্বের কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। অতঃপর ৩রা মার্চ ২০১৩ হতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় মোট ১৬০৩৬ জন সুবিধাভোগীকে ৪ ধাপে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বমোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ১৪৫১৫ জন। প্রতি ধাপের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তি প্রদান করা হয়। সর্বমোট অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ১৪৪৬৭ জন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে রংপুর বিভাগে এই ৭টি জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিসের ২য় পর্বের কর্মসূচির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

			উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৪র্থ পর্বে রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার গঙ্গাছড়া উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৫ম পর্বে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর ও সাঘাটা উপজেলা, ৬ষ্ঠ পর্বে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, পীরগাছা ও মিঠাপুকুর এবং গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, ৭ম পর্বে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা ও পলাশবাড়ী উপজেলা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সকল উপজেলায় বর্তমানে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ১ম পর্বে (পাইলট পর্বে) কুড়িগ্রাম জেলার সকল উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ইতোমধ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।		
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৪ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৪ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখের ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে। ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।

০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখের পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে। ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ০৭-১১-২০১০খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখের ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে। ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখের ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে। ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।

১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১০-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখের ২০.২৪১.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলা হয়েছে। ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৪ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ	"নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবন এবং গ্যালারীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের ফিনিসিং এর কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের ১০০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জুন/২০১৮ পর্যন্ত।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণীত পিডিপিপি'র উপর গত ২০-০৩-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিডিপিপি'র পুনর্গঠনপূর্বক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ০৯ মে ২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২-০৯-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা কমিটির ৩৭তম সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে । ফিজিবিলিটি স্টাডি এর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি যাচাই-বাছাই এর জন্য ২৩-০৩-২০১৭ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রস্তাব সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির TOR প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বুয়েট থেকে চূড়ান্ত TOR পাওয়া গেছে। চূড়ান্ত TOR টি প্রকল্পের PFS (Project Feasibillty Study/Surver) এর যুক্ত করে PFS চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত PFS-এর উপর পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত স্টেডিয়াম নির্মাণের স্থানটি (পাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ) পদ্মা	-	কার্যক্রম চলমান।

			নদীর তীরবর্তী বিধায় উক্ত স্থানে নদীর গতি প্রকৃতির তথ্যাদি অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের মৃত্তিকার স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পটির কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উক্ত স্থানটিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ সমীচীন হবে কিনা তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২-০২-২০১৮ তারিখের পত্রে (অন্যান্য তথ্যের সাথে) জানানো হয় যে, প্রস্তাবিত স্থানটিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হলে পদ্মা নদীর তীরবর্তীতে ৩ কিলোমিটার নদীর তীরে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য প্রায় ৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। ২২-০২-২০১৮ তারিখে এ সকল তথ্যাদি যুক্ত করে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১৪-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় (ক) প্রস্তাবিত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বুয়েটের মাধ্যমে যৌক্তিকিকরণ করা (খ) প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষেত্রে বুয়েট বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা এবং (গ) প্রকল্পটির জন্য প্রস্তাবিত নির্ধারিত স্থানটি ছাড়াও এর কাছাকাছি বিকল্প স্থানের বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবনা প্রদানের শর্ত Terms of Reference (TOR) এ যুক্ত করে চূড়ান্তভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটি পুনরায় পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছে।		
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	০৪-০৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান/প্রক্রিয়াধীন আছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১১৩টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে দ্রুত স্টেডিয়াম নির্মাণ উপযোগী মাঠ চিহ্নিত করে বিস্তারিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছে।	৭৫.০০%	কার্যক্রম চলমান
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩খ্রিঃ	০৪-৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায় (১৩১)টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য ১ম পর্যায় চলমান প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে বর্তমানে প্রণয়নাধীন ২য় পর্যায় প্রকল্পে ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	-	কার্যক্রম চলমান।

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	–	১৬টি
বাস্তবায়িত	–	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	–	০২টি
প্রক্রিয়াধীন	–	০৭টি
অপেক্ষমান	–	-

১৫/৭/১৮